আজকের কাগজ

তারিখ 13 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

নগরীর স্কুল-কলেজ উন্নয়ন ঃ মন্ত্রী-এমপিদের ইচ্ছে অনুযায়ী বাছাই, ঠিকাদার ও তাদের পছন্দের

❑ বরাদ্দ ৬২ কোটি টাকা, অপ্রত্যাশিত ব্যয় ৩ কোটি টাকা, বিএনপিতেই ক্ষোভ

॥ শিশির শীল ॥ মন্ত্রী-এমপিদের তালিকা ও পছন্দ অনুযায়ী সরকার রাজধানীতে ৩০৫টি সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার এক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কারা সম্ভাব্য ঠিকাদারি পাবার যোগ্য, তাও নির্ধারণ করে দিচ্ছেন সরকারদলীয় মন্ত্রী-এমপি-নেতারা। অভি-যোগ উঠেছে ছাত্রদল, বিএনপি'র সমর্থকরাই এ প্রকল্পের ঠিকাদারি পাচ্ছেন। যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করার কিছুই থাকছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৬২ কোটি ১ লাখ টাকা। ১৫টি মেট্রোপলিটন থানার আওতায় নির্বাচিত ৩০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটিতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর এলাকাভুক্ত ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বাদ রাখা হয়নি এ প্রকল্প থেকে। যুব প্রতিমন্ত্রী সাদেক হোসেনের সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, মেজর (অবঃ) কামরুলের গুলশান ক্যান্টনমেন্ট, এস এম মহসিনের মিরপুর এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প থেকে বাদ পড়েছে। এতে বিএনপি'র মধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এসব এলাকার নেতারা বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী তার নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদানের টাকার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রীর এলাকায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোর উন্নয়ন কাজের প্রয়োজন পড়ে না, অনেক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কাজের পূর্বশর্ত পূরণ করে না' শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য উল্লেখিত নেতাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছেন – তাদের এলাকায় বাদ পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগামী নির্বাচনের আগেই উন্নয়ন কাজের অনুদান, টাকা সবই যাবে।

সূত্র জানায়, এ প্রকল্পটির অর্থ বরাদ্দ এমনভাবে রাখা হয়েছে, যা রীতিমত চোখে পড়ার মত। প্রকল্পের অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের খাতে রাখা হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা প্রকল্পের আওতায় ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটির জন্য ২০ লাখ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। এই টাকায় শ্রেণীকক্ষ, সিঁড়ির নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ করা হবে ইতিপূর্বে উন্নয়ন কাজ উন্নয়ন ঃ পৃঃ ৮ কঃ ১

উন্নয়ন ঃ নগরীর স্কুল-কলেজ

১ম পৃষ্ঠার পর। হওয়া ১৬টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় প্রতি ১০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। ১শ'টি সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ৩০ লাখ টাকা করে ব্যয় করা হবে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের জন্য। ৭০টি বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রতিটির শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের জন্য ২৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা করে ব্যয় করা হবে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত ৩০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে আসবাবপত্র বাবদ ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বাবদ ৫০ হাজার টাকা, বই পুস্তক খাতে ২৫ হাজার টাকা, অফিস যন্ত্রপাতি বাবদ ২২ হাজার টাকা করে দেয়া হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য ৪২ লাখ ১৮ হাজার টাকা, কনসাল্টিং ফার্মের ফিস বাবদ ১ কোটি ৭৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকা, অপ্রত্যাশিত খাতে ২ কোটি ৯৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা এবং প্রকল্প মূল্যায়ন বাবদ ৩ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের জন্য নামকা ওয়াস্তে একটা জরিপ হয়েছে। সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে ও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও সরকারদলীয় এমপি'র লিষ্ট অনুযায়ী ৩০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করা হয়। এ তালিকা ধরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে, যা পরবর্তীতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অনুমোদন দেয়া হয়।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বস্তুতপক্ষে এ প্রকল্পের আওতায় আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থক। যেভাবে যে প্রক্রিয়ায় সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে, তাতে এ ৩০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজে বরাদ্দকৃত টাকার পাঁচ ভাগের একভাগও যাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেছে।'